বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

ফোন : ৮৮০-২-৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৩৪২০
Web : www.bncu.gov

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১, জহির রায়হান রোড, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

নং: ৩৭.১৮.০০০০.০১২.১৬.০১২.২০- ৫৮১

তারিখঃ ৩০/১২/২০২১ খ্রি

সভার নোটিশ

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) এর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অংশ হিসেবে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ক সভা সকাল ১১:০০ মিনিটে সম্মানিত ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিএনসিইউ'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

০২। বিএনসিইউ এর সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এস.এম. ফয়সাল আরাফাত)
প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি ও এএসপিনেট)
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
natcombd@yahoo.com

বিতরণঃ
১। সকল কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন।
২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অংশ হিসেবে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মোঃ সোহেল ইমাম খান, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল বিএনসিইউ।
তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১।
সময়: সকাল ১১.০০ মিনিট।
স্থান: সভাকক্ষ, বিএনসিইউ।
উপস্থিতি: তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)

০২। সভার সভাপতি শুরুতেই উপস্থিত স্বাগত জানান। তিনি ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অংশ হিসেবে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতী সম্পর্কে ইনোভেশন ফোকাল পয়েন্ট জনাব এস এম ফয়সাল আরাফাতকে সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপনার আহবান জানান।
০৩। জনাব এস এম ফয়সাল আরাফাত উপস্থিত সকলের অবগতির জন্য জানান যে, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অংশ হিসেবে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক ০৪ টি সভা বা কর্মশালা আয়োজন কর্মপরিকল্পনার আবশ্যিক অংশ। এ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা ইতোমধ্যেই আয়োজন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩। সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিজ ফারহানা ইয়াসমিন জাহান বলেন যে, বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালায় বিএনসিইউ'র তিনজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত কর্মশালায় আলোচ্য বিবিধ বিষয়ের প্রেক্ষিতে রিসোর্স পারসনগণ দপ্তর/সংস্থার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মতামত প্রদান করেন এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এএসপিনেটভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর যায়, বিএনসিইউ কর্তৃক আয়োজিত ১ম কর্মশালায় এএসপিনেটভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সভার সভাপতি পরবর্তী কর্মশালায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এএসপিনেটভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।
০৪। ড. হাফেজা আক্তার, প্রোগ্রাম অফিসার (বিজ্ঞান) ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা Artificial Intelligence (AI) এর ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে AI হবে মানবসভ্যতার এক অন্যতম নিয়ামক। তিনি বলেন, এমন একটি সিস্টেম যা এর চারপাশের পরিবেশকে উপলব্ধি করে এবং এমন পদক্ষেপ নেয় যা মানুষের কোন কাজের লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক নিখুঁত করে তোলে। এ বিষয়ে ইউনেস্কো বিগত নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে তার ৪১তম সাধারণ সম্মেলনে Eithics of Artificial intelligence-এর উপর একটি রিকমান্ডেশন আকারে নীতিমালা সদস্যদের জন্য প্রণয়ন করে তার অনুমোদন চূড়ান্ত করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের শুরু হওয়া 4th industrial revolution- কে ত্বরান্বিত এবং সাফল্যমন্ডিত করার জন্য AI-কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্বব্যপী। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উদ্দেশ্যে হচ্ছে AI-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আয়ের মাত্রা বাড়ানো এবং সারা বিশ্বের জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। আজ অবধি, যারা এই প্রযুক্তিটি সবচেয়ে বেশি আয়ত্ব করেছে তারাই গ্রাহকদের সামর্থ্য এবং ডিজিটাল বিশ্বে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে; প্রযুক্তিটি নতুন পণ্য এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসেবাগুলিকে দক্ষতা এবং আনন্দের মাধ্যমে বাড়ানোর সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করেছে। যেমনঃ একটি ক্যাব অর্ডার করা, একটি ফ্লাইট বুক করা, একটি পণ্য কেনা, অর্থপ্রদান করা, গান শোনা, একটি চলচ্চিত্র দেখা বা একটি গেম খেলা, দ্রুত তথ্য নিশ্চিত করা, তথ্য সংরক্ষণ করা, শ্রম নিশ্চিত করা—এগুলির যেকোনটি এখন দূর থেকে করা যেতে পারে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে।

০৫। সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ডিজিটাল বিপ্লবকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে প্রথম সংজ্ঞায়িত করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের চেয়ারম্যান ক্লাউস সোয়াব তার লেখা 'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন' গ্রন্থে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এ গ্রন্থে তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এ ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় তাল মিলিয়ে চলতে বাংলাদেশকেও এই 4th industrial revolution- কে ত্বরান্বিত করার জন্য ICT-এর পাশাপাশি AI-এর উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, নাহলে আমরা বিশ্বের গতিতে পিছিয়ে পড়বো।

০৬। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০.১২.২০২১

মোঃ সোহেল ইমাম খান
ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন